443

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUN 9 1999
পৃঃ ৭ কলাম ৮

ঢা· বি· সিনেটে প্রতিনিধি নির্বাচন

বিভিন্ন এলাকার রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের সাথে প্রগতি পরিষদ প্রার্থীদের মতবিনিময়

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের ২৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচন উপলক্ষে জাসদ ও অন্যান্য বাম দল সমর্থিত প্রগতি পরিষদের প্রার্থীবৃন্দ গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকার মতিঝিল,

১১-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

মত বিনিময় প্রথম পৃষ্ঠার পর

বারডেম হাসপাতাল, উত্তরা ও টঙ্গী, মোমেনশাহী, গাজীপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ভোটার তথা রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের সাথে মতবিনিময় করেন। ঢাকার রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের সাথে জনসংযোগ কর্মসূচীতে অংশ নেন বিএফইউজে'র সাবেক সভাপতি হাবিবুর রহমান মিলন, ডাকসু'র সাবেক জিএস ডাঃ মুহাম্মদ মুশতাক হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ নেহাল করিম, মুক্তিযুদ্ধকালীন ছাত্রনেতা রফিকুল ইসলাম, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের সাবেক অধ্যাপিকা মনোয়ারা বেগম, শিক্ষক পরিষদের মহিলা সচিব অধ্যাপিকা ফেরদৌস আরা মিনি, ঢা· বি· বঙ্গবন্ধু হলের সাবেক জিএস আবদুল্লাহ আল কাফী রতন, শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ নেতা আনোয়ার হায়াত খান (বাদল খান), ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নেতা মোঃ আবুল খায়ের সিদ্দিকী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কর্মকর্তাদের নেতা মোঃ আবুল হোসেন, যুব ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বি এম শহীদুল হক, ডাকসু'র সাবেক বিজ্ঞান মিলনায়তন সম্পাদক মোঃ আবু আলী, বিএমএ'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ডাঃ এ কে এম আখতারুজ্জামান, অগ্রণী স্কুল ও কলেজের অধ্যাপিকা সুমাইয়া খানম। মোমেনশাহী ও গাজীপুরের কর্মসূচীতে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিনেট সদস্য অধ্যাপিকা আফরোজান নাহার রাশেদা, সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট এইচ এ এম জহিরুল ইসলাম খান পান্না, নব্বইয়ের সাবেক ছাত্রনেতা অধ্যাপক মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান মুক্তাদির। ফরিদপুরের জনসংযোগ কর্মসূচীতে অংশ নেন নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের প্রখ্যাত ছাত্রনেতা খোন্দকার সাইদুর রহিম বিটুল।

মত বিনিময়কালে প্রার্থীবৃন্দ সকল প্রগতিশীল শিক্ষানুরাগীকে প্রগতি পরিষদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসন্ন সিনেট নির্বাচনে বিজয় ছিনিয়ে আনার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় বৃহত্তর জাতীয় অঙ্গনে মেধা, বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতার নেতৃত্ব প্রদান করতো। অথচ আজ বিশ্ববিদ্যালয় বাইরের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক-ব্যবসায়িক স্বার্থের কাছে স্বেচ্ছা দাসত্বের নীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। মুক্তবুদ্ধি চর্চা, জ্ঞানচর্চা, মেধা লালন, সৃজনশীলতা সবই আজ দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বন্দী।